154

তারিখ 08 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

দৈনিক সংবাদ

সৈয়দপুর

মাটিতে বসে চলছে লেখাপড়া

।।আমিনুলহক।।

সৈয়দপুরঃ উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য এলাকার মত সৈয়দপুরও একটি অভাবী এলাকা। শ্রমিক প্রধান এই শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা অবশ্য চাকরিজীবী কিংবা ব্যবসায়ী। এখানে বড় বড় ব্যবসায়ীর পাশাপাশি প্রচুর ছোট ছোট দোকানদার ও কল-কারখানার মালিক রয়েছেন। এসব ছোট দোকানদার ও ব্যবসার মালিকদের ছেলে- মেয়েরা শিশুকাল থেকে বাবার সাথে কাজ করে সাহায্য করে তাদের অভাবী সংসারে।

সৈয়দপুর শহরে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিপুলসংখ্যক কিন্ডার গার্টেন স্কুল আছে। কিন্তু সে সবে যাওয়ার সময় বা সামর্থ্য এখানকার শ্রমিক বা অভাবী মানুষের ছেলে-মেয়েদের নেই। কিন্তু ছোট-খাটো চাকরি কিংবা পানের দোকান করতে হলেও হিসেব রাখার কারণে যে লেখাপড়ার প্রয়োজন তা তারা বোঝে। সে কারণে পারিবারিকভাবে এইশহরে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু পাঠশালা। ৮-১০টি পরিবার মিলে বাড়ির এক কোণে কিংবা রেলের ফাঁকা জায়গায় বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে নিয়েছে, সেখানেই মাটিতে বসে চলছে লেখাপড়ার কাজ। তবে এসব পাঠশালায় ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। চাঁদার টাকায় রাখা হয়েছে মাস্টার। পাঠশালাগুলো ভোরে বসে এবং সকাল ৮টার মধ্যে ছুটি হয়ে যায়।

এসবে কোন পরীক্ষা বা সার্টিফিকেটের কোন ব্যাপার নেই। তবে এসব পাঠশালার ছাত্ররা যাতে কোনমতে পড়তে ও হিসেব শেখে সেটা নিশ্চিত করা হয়। এভাবেই এখানকার শ্রমজীবী পরিবারগুলো তাদের ছেলে- মেয়েদের শিক্ষার আলো পাওয়ার বিকল্প পথ করে নিয়েছে।

সৈয়দপুর ঃ শহরের মুন্সীপাড়ার একটি পাঠশালা বা মক্তব। বাড়ির সাথে ফাঁকা জায়গায় মাটিতে বসে লেখাপড়া চলছে। এটি চলে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। —সংবাদ